

হাদীসে বর্ণিত দ্রব্য গুণ

১। মধু : মধু মানুষের জন্য আলহু তায়ালাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত। মধু মানুষের দৈহিক রোগের ঔষধ বলে পবিত্র কুর-আনে উল্লেখ রয়েছে। আলহু তায়ালাহ ইরশাদ করেন, আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন, পর্বতগায়ে, বৃক্ষে এবং উচু চালে গৃহ তৈরি কর। এরপর সর্ব প্রকার ফল থেকে ভক্ষন কর এবং আপন পালনকর্তার উনুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা নাহুল-৬৮-৬৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে, সে কোন বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না। (মিশকাত-৩৯১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নিরাময়কারী দুইটি জিনিসকে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর, তা হলো মধু এবং পবিত্র কুর-আন। (মিশকাত-৩৯১)

মধুতে রয়েছে ভিটামিন ও রোগ মুক্তির ঔষধ। চক্ষুর হিতকর, স্বরবর্ধক, শরীরে কোমলতা সম্পাদক, বর্ণ প্রসাধক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধক, রুচিকারক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, অতিসার, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নাশক। (বেহেস্তী জেওর বাংলা-৯/৭৭)

২। খেজুর : খেজুরকে জান্নাতী মেওয়া বলা হয়। ইহা শরীরে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার রক্ত উৎপাদন করে তাই আধুনিক চিকিৎসকগণ এটাকে আয়রন ক্যাপসুল আখ্যা দিয়েছেন। খেজুর শরীরের জন্য খুবই উপকারী এটা হচ্ছে : একাধারে খাদ্য, ঔষধ ও মিষ্টি দ্রব্য। পবিত্র কুর-আনে আলহু তায়ালাহ ইরশাদ করেন, খেজুর ও আঙ্গুর ফলের মধ্যেও শিক্ষাপ্রদ বিষয় আছে যে, উহা হতে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্যদ্রব্য সমূহ প্রস্তুত কর; নিঃসন্দেহে ইহাতে সেই লোকদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে যাহারা জ্ঞান রাখে। (সূরা নাহুল-৬৭)

হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, হে আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি প্রত্যহ খালি পেটে ১০ টি খেজুর আহার করবে, তার পেটের সব ক্রিমি ও পোকা বের হয়ে যাবে। [নবী করীম (সাঃ) এর ওসীয়াত-৩৭]

খেজুরের গুণাগুণ অপারিসীম। ইহা স্নিগ্ধ, রুচিকর, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক ও বলকারক। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাশ ও শ্বাসনাশক। (বেহেস্তী জেওর বাংলা-৯/৭৫)

৩। কিসমিস : কিসমিস মানব হেদের জন্য বিশেষ নিয়ামত ও সর্ব রোগের ঔষধ বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হুজুর (সাঃ) হতে বর্ণিত, হে আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২১ টি লাল কিসমিস আহার করবে মৃত্যুর ব্যাধি ছাড়া তার অন্য রোগ হবে না।

[নবী করীম (সাঃ) এর ওসীয়াত-৩৭]

কিসমিস চক্ষুর হিতকর, স্বর প্রসাধক, মল-মুত্র নিঃস্বারক, শুক্রবর্ধক, পুষ্টি ও রুচিকারক। ইহা পিপাসা, জ্বরবাত, কামলা, মুত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ রোগ বিনাশক। (বেহেস্তী জেওর বাংলা-৯/৭৫)

৪। আনার (ডালিম) : আনারের উপকারীতা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হুজুর (সাঃ) হতে বর্ণিত, হে আবু হুরায়রা! তুমি মিষ্টি আনার আহার করবে, এতে স্বরণশক্তি বাড়বে। [নবী করীম (সাঃ) এর ওসীয়াত-৩৭]

আনার উত্তম রক্ত উৎপাদন করে, পেসাব খোলাসা করে, কলিজা শক্তিশালী হয়, পিপাসা দূর করে, শরীরের প্রধান অঙ্গ সমূহকে শক্তিশালী করে। (বুস্তানুল মুফরাদাত-৬১)

৫। কমলা : সহীহ বুখারীতে হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত, যে মুসলমান পবিত্র কুর-আন পড়ে এবং তার উপর আমল করে তার অবস্থা কমলার মত। আলামাহু দমইয়ারী হায়াতুল হায়াওয়ান কিতাবে বর্ণনা করেন যে, কমলার সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে, যে ঘরে কমলা লেবু থাকে সে ঘরে জ্বিন প্রবেশ করে না। অনুরূপ যে দিলে পবিত্র কুর-আন থাকে সে দিলে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। বরমাবী শরুহে বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, কমলার রং- দর্শনকারীকে খুশী করে, আহারে মুখে খোশবু আসে, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়, পাকস্থলির অতিরিক্ত রস শুকিয়ে যায়, উহার প্রতি নজর করা দৃষ্টিকে শক্তিশালী করে, পিত্তরসকে সঠিক রাখে ও রং পরিষ্কার করে, যৌনশক্তিকে বৃদ্ধি করে, এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ধাতু বৃদ্ধি হয়। (নুজহাতুল মাজালিস-১/৮২)

কমলা বলকারক ও পুষ্টিজনক। বায়ু, পিত্ত, বিষ, রক্তদোষ, অরুচী, পিপাসা ও বমিনাশক। (বেহেস্তী জেওর বাংলা-৯/৭৫)

৬। কাবুলী বাদাম : যদি কারো স্বরণশক্তি অধিক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে তার চিকিৎসা করতে চায় তবে ৭ টি বাদাম রাতে পানিতে ভিজিয়ে রাখবে এবং সকালে লাল ছিলকা ফেলে দিয়ে প্রত্যেক বাদামের উপর সূরা আহুকাফের প্রথম তিন আয়াত ৭ বার পড়ে ফুঁক দিবে। অতঃপর বাদামগুলি সকালে খালি পেটে খাবে। ২১ দিন এই আমল করবে। ইনশা-আলহু তার স্বরণশক্তির দুর্বলতা দূর হয়ে হিফজ শক্তি প্রখর হবে। (তিক্ষে রুহানী-৮৫)

কাবুলী বাদাম স্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, শুক্রবর্ধক, মগজ বর্ধক। (বেহেস্তী জেওর বাংলা-৯/৭৫)

৭। যাইতুন : হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, হে আলী! যাইতুন খাও এবং উহা ব্যবহার কর, কেননা যে যাইতুন তৈল ব্যবহার করে চলিশ রাত পর্যন্ত তাহার নিকট শয়তান আসে না।

আরো বর্ণিত আছে যে, যাইতুন খাও এবং উহার তৈল ব্যবহার কর। কেননা উহাতে সত্তর প্রকার রোগের আরোগ্য রয়েছে। তাহার মধ্যে কুষ্ঠ ব্যাধি অন্তর্ভুক্ত। (নুজহাতুল মাজালিস-১/৩৫০)

৮। কালাজিরা : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন, কালাজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। (মিশকাত-৩৮৭)

কালাজিরা চক্ষুর হিতকর, রুচিজনক, উষ্ণ বীর্য, মল সংগ্রাহক, হজমশক্তি বৃদ্ধিকারক, বলকারক, গর্ভাশয় বিশোধক। ইহা জীর্ণজ্বর, শোথ, শিরোরোগ, কুষ্ঠ রোগ, গুলা (পীহা) ক্রিমি, আমদোষ নিবারক। (বেহেস্তী জেওর বাংলা-৯/৭৬)

৯। মুলা : মুলা আহায়ে কফের উপকার হয় এবং দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে ও চোখের ঝাপসা দূর করে। রান্না করে খেলে পুরাতন কাশির উপকার হয় এবং ছিলকা ঘরে রাখলে সেখান হতে বিচ্ছু পলায়ন করে। দুধে জ্বাল দিয়ে পান করলে মুত্র থলির বালি ও পাথর বাহির করে এবং খালি পেটে মুলার আরক পান করলে মুত্র থলির পাথর টুকরা টুকরা করে এবং আহায়ে পরে মুলা খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। (নুজহাতুল মাজালিস-১/১৮২)

মুলা পাতার রস দৃষ্টিকে প্রখর করে, মুলার রস গরম করে পান করলে পেশাব ও ঋতু খোলাসা হয়। মুত্র থলির পাথর বাহির করে। অর্শ রোগের উপকার হয়। মুলার রস জন্ডিস রোগ দূর করে। উহার বীজ আমোদ-গ্রমোদ সৃষ্টি, যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে।

(বুস্তানুল মুফরাদাত-৬১)

মুলা পাচক, ত্রিদোষ নাশক ও স্বর প্রশোধক। মুলা কামলা বা জন্ডিস রোগের মহৌষধ। (বেহেস্তী জেওর বাংলা-৯/৬৯)

১০। তালবীনা : তালবীনা একটি পরীক্ষিত ঔষধ। তালবীনা যা দুধের সাথে বার্লির গুড়া ও মধু মিশ্রিত করে সুস্বাদু খাদ্য তৈরী করা হয়। নবী করীম (সাঃ) এর পরিবারের ঘন কেউ অসুস্থ হতো তখন তালবীনা তৈরী করতে বলতেন এবং বলতেন যে, উহা শরীরের দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তাকে দূর করে। যেমন পানি ঝারা মুখ ধৌত করলে মুখের ময়লা দূর করে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত আছে যে, তালবীনা নিম্ন লিখিত রোগের জন্য পরীক্ষিত ঔষধ :

১) হৃদ পিণ্ডের কম্পন ও উচ্চ রক্তচাপ। ২) রক্তে চর্বি ও ঘনত্ব বৃদ্ধি। ৩) হৃদ পিণ্ডের ভাঙ্কনের জটিলতা। ৪) পাকস্থলীর শুষ্কতা ও উষ্ণতা। ৫) পাকস্থলীর এসিড ক্ষরন। ৬) দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা। ৭) ক্ষুধার কষ্ট। ৮) অসুস্থতার পর দুর্বলতা। ৯) সার্বক্ষনিক কোষ্ঠ কাঠিন্যতা। ১০) গর্ভবতী মহিলার জন্য উপকারী। ১১) বাচ্চাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট টনিক। ১২) কুমন্ত্রনা ও মনের ভয়ভীতি দূর করার জন্য অদ্বিতীয়। ১৩) পেসাব সম্পর্কিত রোগ ব্যাধির বিশেষ জ্বালাপোড়ার খুব উপকারী। ১৪) যকৃতের ইনফেকশন ও উহার অকৃতকার্যতায় ব্যবহার করলে খুব উপকার পাওয়া যায়। যাদের যকৃতের মধ্যে বার বার পাথর হয় তারা সর্বদা ব্যবহার করলে ঘনঘন পাথর হওয়াকে রোধ করে। ১৫) কোন কোন রোগে পেসাবের রাস্তা দিয়ে পুজ ইত্যাদি আসলে সে অবস্থায়ও তালবীনা উপকারী ও পরীক্ষিত। ১৬) যারা মস্তিষ্কের পরিশ্রম জনিত কাজে জড়িত থাকে তাদের জন্য উহা আশার আলো ও শান্তি দায়ক।

[সুন্নাতে রাসুল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান-২/৩২১]

১১। নাগীস : হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, নাগীসের (ফুল) ঝাণ লও। কেননা তোমাদের প্রত্যেকের দিল ও সিনার মাঝখানে পাগলত্ব, কুষ্ঠ, শ্বেতী রোগের জীবানু থাকে। আর উহা নাগীসের ঝাণেই দূর হয়।

হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, অবশ্যই নাগীসের ঝাণ গ্রহণ করা চাই প্রত্যহ একবার অথবা মাসে একবার অথবা বৎসরে একবার অথবা সারা জীবনে একবার। এই জন্য যে, দিলের মধ্যে পাগলত্ব, কুষ্ঠ, শ্বেতী রোগের যাবরাহু (বিন্দু) থাকে যাহা নাগীসের ঝাণেই দূর হয়।

(হাকীম) জালীলুস বলেন যে, কৃষ্টি শরীরের খাদ্য এবং নাগীস রুহের খাদ্য। যার কাছে দুইটি কৃষ্টি আছে তার উচিত একটি ঝারা নাগীস খরিদ করা। (নুজহাতুল মাজালিস-১/৪৯)

১২। আত্তর : আত্তর বা খোশবু ব্যবহারের উপকারীতা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হুজুর (সাঃ) হতে বর্ণিত, হে আবু হুরায়রা! তুমি খোশবু ব্যবহার করবে, কারণ যতক্ষণ তোমার দেহে খোশবু থাকবে ততক্ষণ ফিরিজ্তা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

[নবী করীম (সাঃ) এর ওসীয়াত-৩৭]

রাসুলুলাহু (সাঃ) রায়হানের (ফুল) খোশবু পছন্দ করতেন। রায়হানের খোশবু পুরাতন ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ঔষধ। যে সকল রুগীদের বাড় প্রেসার হাই থাকে তাদের জন্য ইহা খুবই উপকারী, সুগন্ধি মানুষের উত্তেজনাকে স্বাভাবিক করে। যে সকল রোগীদের পেটে আলসার এবং এসিড হয় তাদের জন্য খুবই উপকারী। [সুন্নাতে রাসুল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান-২/২৮৫]

১৩। মিসওয়াক, সুরমা : হযরত হুজাইফা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, চোখে সুরমা ব্যবহার দাঁতকে মজবুত রাখে এবং মিসওয়াক করা দৃষ্টি শক্তিকে প্রখর করে। (নুজহাতুল মাজালিস-১/৩৫০)